# ছলনায়কদের উপকথা

রজত শুভ্র কর্মকার

বেঙ্গল ট্রয়কা পাবলিকেশন

# ভূমিকা

মিথ্যে বলব না, আমি এই ধরণের লেখা লিখব সেটা ভাবিনি। কারণ রিসার্চ পেপারের বাইরে আজকাল আর প্রবন্ধ লেখা হয়ে ওঠে না। সেখানে রৌরব বেরোনোর পরে এরকম একটা কাজে হাত দেব কি দেব না সেটা নিয়েও ভাবিনি। তবে ভাগ্যিস বেশি ভাবিনি, নাহলে সেই বিখ্যাত বাংলা গানটির অনুকরণে বলাই যায় যে "লিখব কি লিখব না ভেবে ভেবে হায়রে লেখা তো হল না!" আর তার জন্য কৃতিত্ব প্রাপ্য নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তির যাকে আজকাল আমি "বস ম্যান" বলে ডাকি। তা সেই বস ম্যান আমাকে বললেন যে এরকম একটা কিছু করতে, কীভাবে কী করব তা সম্পূর্ণ আমার ওপর। শুরু হল মাথা খাটানোর পর্ব, বস ম্যান এবং আমার লেখার সবচেয়ে বড় সমালোচক এবং বন্ধু স্বস্তিকা ভট্টাচার্যের সঙ্গে লম্বা আলোচনার পর মনে পড়ল সুকুমার রায়ের লেখা সেই গল্পগুলোর কথা যেখানে লোকির সম্পর্কে প্রথম জানতে পারি। লোকি, অর্থাৎ নর্স পুরাণের একজন দেবতা যার সম্পর্কে মার্ভেল সিনেম্যাটিক ইউনিভার্সের দৌলতে আমরা মোটামুটি সবাই জানি। কিন্তু যেই জিনিসটি আমাকে আরেকটু ভাবতে বাধ্য করল সেটা হল লোকির দুষ্টুমি আর দুর্বুদ্ধির প্রবণতা যেটা একটা বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়। এই ধরণের চরিত্রদের ট্রিকস্টার বা ছলনায়ক বলে চিহ্নিত করা হয়। তলিয়ে দেখতে গিয়ে বুঝলাম, বিভিন্ন দেশের পুরান বা লোককথায় এই ট্রিকস্টারদের গুরুত্ব কোনো অংশেই কম নয়, বরং ক্রিয়েশন মিথ থেকে শুরু করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের অবদান অস্বীকার কেউ করতে পারবে না। আর লোকি একা কোনওভাবেই নন, তার সাথে এরকম চরিত্র পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এরকমই বেশ কয়েকজন ট্রিকস্টারদের কথা বলা হয়েছে এই বইটিতে, চট করে যাদের কথা হয়তো মাথায় আসবে না কিন্তু মাথায় এসে গেলে সেটার ভূত সহজেও নামবে না। এবং মিথ্যে বলব না এখনও নামেনি। ওই চরিত্রগুলোর বৈপরীত্য, জটিলতা এবং নিয়মের বাইরে গিয়ে এক অঘোষিত বিদ্রোহ করার প্রবণতা আমাকে যথেষ্ট ভাবিয়েছে, আশা

করছি পাঠকদেরও ভাবাবে। আশা করব পাঠকেরাও আমার সাথে অদ্ভুত সুন্দর বিশৃঙ্খলার মধ্যে ডুব দেবেন, তার পর কী হবে? আমি জানি না! ঠিক যেভাবে ট্রিকস্টার বা ছলনায়কেরাও জানতেন না তাদের কাজের ফলাফল কী হবে!

রজত শুভ্র কর্মকার

# সূচিপত্র


ছলনায়ক
৯

আনান্সি— প্রথম মাকড়সা মানুষ যার কাছে সব গল্প আছে
১২

মাউই— যে মাছের বদলে দ্বীপ তুলে এনেছিল
২৮

'ইনকা'দের উৎপত্তি এবং এক ছদ্মবেশি বেয়াড়া নাছোড় প্রেমিকের কথা
৪৯

মায়ানগরীর মানিকজোড়
৬০

# ছলনায়ক

ইংরাজিতে 'ট্রিক' বলে একটি শব্দ আছে, যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়— কৌশল, বা, চাল, বা, কপট, বা, ছল, আর ছলনার আশ্রয় যারা নিয়ে থাকে, তাদের ইংরাজিতে ট্রিকস্টার বলা হয়ে থাকে, বাংলায় যাকে হয়তো ধূর্ত, বা, প্রতারক, বা, শঠ বলা যেতে পারে। আর এই ধরনের ট্রিকস্টার চরিত্রগুলো, যারা বিভিন্নভাবে চিরাচরিত নিয়মের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং মাঝেমাঝেই দেখা যায় যে তারা ধূর্ততার আশ্রয় নিয়ে নিজেদের কার্যসিদ্ধি করে, তাদের পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের লোককথা, বা, পৌরাণিক গল্পে একটা বেশ বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ জায়গা জুড়ে থাকতে দেখা যায়। এই ধরনের চরিত্রগুলো মানুষকে বরাবর আকর্ষণ করে চলেছে তাদের চরিত্রের পরস্পরবিরোধী বৈপরীত্য এবং প্রচলিত নিয়মের বাইরে গিয়ে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার অদ্ভুত বৈশিষ্টের জন্য। যদিও এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এই ধরনের চরিত্রগুলো যেভাবে ছলনা, বা, শঠতার সাহায্য নিয়ে তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করে থাকে তাতে সেই পুরোনো প্রবাদটা একশভাগ সত্যি - "দুর্জনের ছলনার অভাব হয় না।" আর আমাদের ছোটো থেকে কিন্তু এরকমই শেখানো হয়, যাতে আমরা সমাজের মূলস্রোতে থাকতে পারি, তাই না? আর ট্রিকস্টারের মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে এই নিজ-স্বার্থ চরিতার্থ করার মনোবৃত্তি অন্যতম। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের মহাভারতে বর্ণিত গান্ধাররাজ শকুনির কথা সবাই জানেন, পাশার চালে গোটা মহাভারতের রাজনীতির গতিপথ যাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিংবা নরওয়ের পুরাণে বর্ণিত অসম্ভব কৌতুকপ্রিয় এবং ধূর্ত দেবতা লোকি-র কথাও কারো অজানা নয়। আর আমাদের সাহিত্যেও এর উল্লেখ মাঝেমাঝেই পাওয়া যায়। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সৃষ্ট শিয়াল পণ্ডিতের কথা কে ভুলতে পারে? যেভাবে সে কুমিরকে বোকা বানিয়েছিল, সেটা তো কারোরই ভোলার কথা নয়। আর সত্যি কথা বলতে

# আনান্সি– প্রথম মাকড়সা মানুষ যার কাছে সব গল্প আছে

আফ্রিকা— অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ বলে আমাদের পরিচিত করানো হয় নিরক্ষরেখার উপর শায়িত পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম এই মহাদেশটির সঙ্গে। আর এই মহাদেশটির সম্পর্কে জানার আগ্রহ মানুষের বরাবরই। সেই ডেভিড লিভিংস্টোন, কিংবা, মাঙ্গো পার্কের কথা কিন্তু আমরা সেই ছোটবেলাতেই পড়েছি, সেই সুকুমার রায়ের লেখা প্রবন্ধগুলো থেকে একটু একটু করে জানা শুরু করেছি। তারপরে আস্তে আস্তে বাংলার প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের কলমে আফ্রিকার উপর বেশ কিছু গল্প, উপন্যাস আমাদের কাছে এসেছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় শংকরের চোখ দিয়ে আমাদেরকে পরিচিত করিয়েছিলেন সেই মহাদেশের প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর 'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাসে। সত্যজিৎ রায়-এর লেখা 'শঙ্কুর কঙ্গো অভিযান' গল্পে পাওয়া যায় রহস্যময় মোকেলে মবেম্বের কথা। বুদ্ধদেব গুহর 'গুগুনোগুম্বারের দেশে' উপন্যাসে তানজানিয়ার সেরেঙ্গেটির জঙ্গলে চোরাশিকারীদের পিছু ধাওয়া করে ঋজুদার অ্যাডভেঞ্চারের কথাও কারোর অজানা নয়। কিংবা, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'জঙ্গলের মধ্যে এক হোটেল' উপন্যাসে মাসাইমারার জঙ্গলে কাকাবাবু আর সন্তুর রহস্যের পেছনে ধাওয়া করে যাওয়া। আর কমিকসের দৌলতে আমরা সবাই অরণ্যদেবের সঙ্গে পরিচিত এবং জঙ্গলের প্রাচীন প্রবাদের সঙ্গেও। কিন্তু এই মহাদেশটির প্রতিটি কোণায় এখানকার জনজাতিদের নিজেদের কত গল্প লুকিয়ে আছে, তা সম্পর্কে আমরা কতটা জানি? এই মহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে কত বর্ণময় চরিত্র গল্প হয়ে এখনো বেঁচে আছে, সেটা কি আমরা ভেবে দেখেছি? হয়ত হ্যাঁ,



হয়তো না! আফ্রিকার বিভিন্ন প্রান্তে যত জনজাতি রয়েছে তাদের প্রাচীন বিশ্বাস, বা, তাদের উপকথা, বা, পুরাণ যতটা বর্ণময় ততটাই চমকপ্রদ। তাতে পাওয়া যায় তাদের জীবন, তাদের সমাজ, তাদের বিশ্বাসের একটা ছবি। আর স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ছলনায়ক, বা, ট্রিকস্টারের উল্লেখও সেখানে পাওয়া যায়। যেমন – জুলু মিথোলজিতে পাওয়া যায় হ্লাকান্যানা-র (Hlakanyana) কথা, যে তার ধূর্ততার জোরে খাবার চুরি করে রাখত, এবং এই ধূর্ততাই তার কাল হয়েছিল! এশু (Eshu) হলেন নাইজেরিয়ার ইওরুবা (Yoruba) জনজাতির একজন গুরুত্বপূর্ণ দেবতা, যাঁর খ্যাতি (বা কুখ্যাতি) ছিল একজন অসম্ভব ধূর্ত এবং শঠ দেবতা হিসেবে, অথচ তিনি ছিলেন ইয়োরুবা জনজাতির দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে উপরে যিনি থাকেন, ওলোরুন, তাঁর এবং সাধারণ মানুষের মধ্যের একজন বার্তাবাহক এবং মর্ত্যে নিয়মকানুন সব ঠিকমতো পালন করা হচ্ছে কিনা তা দেখার দায়িত্বও ছিল তাঁর উপর! পরবর্তীকালে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে ক্রীতদাসদের যখন নতুন দুনিয়ায় অর্থাৎ আমেরিকা মহাদেশে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন এই এশু পরিবর্তিত হয়ে যান পাপা লেগবায়, যার প্রভাব দেখা যায় হেইতির ব্ল্যাক ম্যাজিক ভুডু-তে। দক্ষিণ-মধ্য এবং দক্ষিণ-পশ্চিম সুদান এবং উত্তর পূর্ব কঙ্গোয় বসবাসকারী আজান্ডে জনজাতির মানুষদের উপকথায় পাওয়া যায় আরেক ছলনায়ক তুরে-কে; আজান্ডে জনজাতির মানুষেরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের সবসময় সাবধান করতেন তুরে-র মতো না হতে, কারণ তুরে-র মধ্যে ধূর্ততা, শঠতা, লোভ, অসততার মতো সমস্ত খারাপ দিক বিদ্যমান, কিন্তু তুরে-ই হল সেই চরিত্র যে আগুন নিয়ে এসে মানুষকে দিয়েছিল। অদ্ভুত, তাই না? এই বৈপরীত্যটাই ট্রিকস্টার চরিত্রগুলোর মধ্যে ভীষণভাবে পাওয়া যায়। আর এখানে যে চরিত্রটিকে আমরা জানার চেষ্টা করছি সে-ও আফ্রিকার বাকি ছলনায়কদের থেকে কোনো অংশে কম নয়, বরং সেই চরিত্রটি প্রকৃত অর্থেই এক ধরনের নায়কে পরিণত হয়েছিল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। আফ্রিকান মিথোলজিতে ট্রিকস্টারদের অনেক সময় অনেক রকমের পশু-পাখির রূপে দেখতে পাওয়া যায়। যার কথা এখানে বলছি, সে ছিল আদতে একটি মাকড়সা, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপ পরিবর্তিত হয় এক রূপান্তরে সক্ষম মাকড়সা-মানুষে। ঘানা থেকে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, বিশেষ করে জ্যামাইকাতে এখনো যার সম্পর্কে চর্চা হয় আর নীল গেইম্যানের বিখ্যাত উপন্যাস 'আমেরিকান গডস'-এ